بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' এর সতের বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণমাধ্যমে জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। গণমাধ্যম গণমানুষের বঞ্চনা ও চাওয়া পাওয়ার কথা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সজাগ থেকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে গণমাধ্যম জাতিগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে। এ স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, এ দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের প্রতি অবিচল থেকে চ্যানেল আইসহ সকল গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নির্মল বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করবে। সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদকর্মীগণ তাঁদের মেধা-মনন, সৃজনশীলতা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখবেন– এটাই সকলের প্রত্যাশা। 'চ্যানেল আই' প্রতিষ্ঠার পর হতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রায় 'চ্যানেল আই'-এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। দেশপ্রেম ও বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে 'চ্যানেল আই' অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করবে– এটাই সবার প্রত্যাশা।

আমি 'চ্যানেল আই'-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চ্যানেল আইয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন সময়ে দেয়া বাণীর অংশ বিশেষ....

দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত ও বিকাশের জন্য স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ জন্য আমাদের ১৯৯৬-২০০১ শাসন আমলে আমরা সর্বপ্রথম বেসরকারি পর্যায়ে স্যাটেলাইট চ্যানেল স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছিলাম।

দেশের মানুষকে গণতন্ত্রমনস্ক করে তোলা, দেশের কৃষি অর্থনীতিতে অবদান রাখা, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং নতুন ১৬টি টেলিভিশন ও ৭টি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে। সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড গঠন, সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদানসহ সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রমগ্রহণ করেছে।

সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড গঠন, সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমি আশা করি, চ্যানেল আই সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মন্ত্রী

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাভাষার প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল, চ্যানেল আই তার পথচলার ১৬ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৭ বছর পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একই সাথে রয়েছে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতরে থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই-এর উৎকর্ষের স্বাক্ষর অক্ষুণ্ন থাকুক।

কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌঁছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু এমপি

স্বর্ণালী সতের'য় চ্যানেল আই

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

ষোলো বছর পূর্ণ করে আজ ১ অক্টোবর ২০১৫-তে চ্যানেল আই সতেরোয় পা দিচ্ছে। সতেরো মানে এক স্বর্ণালী সময়। স্বর্ণালী সময় মানে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, সবকিছু জয় করার এক অদম্য স্পৃহা। ষোল বছর একটি গণমাধ্যমের জন্য খুব দীর্ঘ সময় না হলেও দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে গত ষোলো বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে চ্যানেল আই। সংবাদ ও সংস্কৃতির সকল শাখায়, জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতিতে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, পরিবেশ-প্রকৃতিতে চ্যানেল আই-এর উদ্ভাবনী পথচলা অব্যাহত আছে। এভাবে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সব মানুষের প্রত্যাশা ও আস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেছে চ্যানেল আই। চ্যানেল আই মানে হৃদয়ে গভীরভাবে বাংলাদেশকে ধারণ করা একটি গণমাধ্যম। চ্যানেল আই বিশ্বাস করে 'লাল সবুজ আমাদের শক্তি'।

এদেশে আধুনিক বাংলা টিভি নাটক নির্মাণে পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান বলা যায় ইমপ্রেস টেলিফিল্ম চ্যানেল আইকে। একসময় যখন বাংলা নাটকই দেশের মানুষের নির্মল বিনোদনের একমাত্র উপকরণ ছিল ঠিক সেই সময়টিতে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম একের পর এক নির্মাণ করেছে অনেক দর্শকপ্রিয় নাটক। শুরু থেকে চ্যানেল আই দেশের শিল্প সংস্কৃতির গুণী মানুষদের যুক্ত করেছে তার পথযাত্রায়। তাছাড়া দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও চ্যানেল আই ছড়িয়ে পড়েছে তার নানা অনুষ্ঠান নিয়ে। এভাবে পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের বাংলাভাষীরা যুক্ত হয়েছেন চ্যানেল আই-এর লাল সবুজ রঙের সঙ্গে। যুক্ত হয়েছেন হৃদয়ে বাংলাদেশ চেতনায়। লাক্স-চ্যানেল আই পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধারণ করা হয়েছে দেশের বাইরে।

আজ দেশের সংগীত প্রতিভার কথা উঠলেই আসে সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের কথা, আসে চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠের কথা; শিশু-শিল্পীর গান মানেই চ্যানেল আই-এর মেরিডিয়ান ক্ষুদে গান-রাজ অনুষ্ঠান; অভিনয় প্রতিভা আর নতুন মুখ অনুসন্ধান মানেই লাক্স-চ্যানেল আই সুপার স্টারসহ চ্যানেল আই-এর বিভিন্ন ইভেন্ট।

একবিংশ শতাব্দী তথ্য প্রযুক্তির শতাব্দী। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবী আজ বিশ্বপল্লীতে রূপান্তরিত। আজকের বিশ্বপল্লীতে টেলিভিশন মানে তাৎক্ষণিক আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ, টেলিভিশন মানে বিশ্বকল্যাণ, টেলিভিশন মানে মানব সেবা, টেলিভিশন মানে জাতির উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশেরও অনন্য বাহন। আজকের সমাজকে তথ্যসমাজ বলে অভিহিত করা হয়। তথ্যের দ্রুত সম্প্রচার ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সর্বদা তথ্যায়িত রাখার দায়িত্ব পালন করছে এই চ্যানেল। টেলিভিশন আজ শিক্ষার মাধ্যম, তথ্য মাধ্যম, বিনোদন মাধ্যম, সংস্কৃতির মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম।

চ্যানেল আই এদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু সংখ্যক গুণী শিল্পীকে আজীবন সম্মাননা দিয়েছে। একই সঙ্গে তাদের নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতাদানও অব্যাহত রেখেছে। জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে একটি টেলিভিশন চ্যানেলও যে হয়ে উঠতে পারে সমাজের অনেক ভালো ও শুভ ঘটনার নেপথ্য শক্তি, চ্যানেল আই তার উত্তম দৃষ্টান্ত। টেলিভিশন মানুষকে যে আরো সক্রিয় করতে পারে দেশের কাজে সেই বিশ্বাস থেকে চ্যানেল আই নিয়মিত কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেছে নতুন কিছু কর্মসূচি যা এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ২০১৫ সালের শোকাবহ আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎবার্ষিকীতে চ্যানেল আই আয়োজন করে মাসব্যাপী বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর পাঠ। চ্যানেল আই-এর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। মাসব্যাপী এই আয়োজন নতুন প্রজন্মের মাঝে বইটি পাঠের প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বঙ্গবন্ধুর সাথে ষোল কোটি মানুষের তথ্যসংযোগ সক্রিয় রাখার এটি একটি প্রশংসনীয় সম্প্রচার পরিকল্পনা।

এবার পনেরো বছরে পদার্পণ করছে চ্যানেল আই সংবাদ। শুরু থেকেই চ্যানেল আই সংবাদ কৃষি ও গ্রামীণ জনপদকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে আসছে। চ্যানেল আই বাংলাদেশে প্রথম 'জনপদের খবর' চালু করে। এরই ধারাবাহিকতায় চ্যানেল আই প্রতিদিনের জাতীয় সংবাদের সঙ্গে যুক্ত করে 'কৃষি সংবাদ'। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বিশেষায়িত পূর্ণাঙ্গ 'কৃষি সংবাদ' প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে চ্যানেল আই বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি সাংবাদিকতা ও কৃষি সম্প্রচারের অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে চ্যানেল আই।

চ্যানেল আই-ই দেশে প্রথম প্রতিদিনের সংবাদপত্রের খবর নিয়ে 'সংবাদপত্রে বাংলাদেশ' অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে। দেশ-বিদেশের সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার (সজীব সম্প্রচার) করে চ্যানেল আই সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ দর্শকপ্রিয়তা লাভ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিনগুলোতে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার চ্যানেল আই-এর সমাজ সচেতনতারই প্রতিফলন।

চ্যানেল আই-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড। আমরা জেনেছি, এর প্রযোজনায় এ-যাবৎ মুক্তিপ্রাপ্ত মোট চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৮৭। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের মালিকানা-স্বত্বের আওতায় রয়েছে মোট ১২৫টির মতো চলচ্চিত্র। সুস্থধারার ও বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ ও দর্শকপ্রিয়তায় ইমপ্রেস টেলিফিল্ম শুধু বাংলাদেশের দর্শকদেরই মন জয় করেনি, বিশ্ব চলচ্চিত্রেও অর্জন করেছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ২০০৫ সাল থেকে পর্যায়ক্রমেনয় বছরে তাদের ৮টি চলচ্চিত্র অস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। অত্যন্ত গৌরবের কথা, এ পর্যন্ত ইমপ্রেস টেলিফিল্ম-এর চলচ্চিত্র ৪৮টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছে ১৪০টি। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের চলচ্চিত্র মনের মানুষ ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছে।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত হুমায়ুন আহমেদ পরিচালিত ঘেটুপুত্র কমলা ৩য় নেপাল ইন্ডিয়ান রাইটস্ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়া মুম্বাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করেছে জোনাকির আলো। এই চলচ্চিত্রটি যুক্তরাষ্ট্র ও রুমানিয়ায়ও পুরস্কার লাভ করেছে।

শাইখ সিরাজের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় প্রচারিত নিয়মিত অনুষ্ঠান 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' দেশের কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাখছে নানামুখী ভূমিকা। চ্যানেল আই-এর দর্শকপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে শাইখ সিরাজের উপস্থাপনা ও পরিচালনায় প্রতি বছরের ঈদ আয়োজন 'কৃষকের ঈদ আনন্দ'। কৃষকসমাজ নিয়ে এ ধরণের আয়োজন যে কত প্রয়োজন সেটি আমরা উপলব্ধি করি। এছাড়া 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে নগরের শিক্ষার্থীদের যুক্ত করার অভিপ্রায়ে কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্যিক শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে আয়োজন করা হয়েছে 'ফিরে চল মাটির টানে' শীর্ষক অনুষ্ঠান। শহর বিশেষ করে রাজধানীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরি গ্রামের কৃষিমাঠে নিয়ে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার চ্যানেল আই-এর এক অনন্য সৃষ্টি।

চ্যানেল আই-এর ব্যাপক সমাদৃত কয়েকটি অনুষ্ঠানের একটি হচ্ছে মুকিত মজুমদার বাবু উপস্থাপিত ও পরিচালিত 'প্রকৃতি ও জীবন'। জীববৈচিত্র্যের বহুমাত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রার গবেষণা, তথ্যবহুল, সচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানই হচ্ছে 'প্রকৃতি ও জীবন'। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য নিয়ে প্রথম এই ধারাবাহিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানটি পরিবেশ-প্রতিবেশ ব্যবস্থা সুরক্ষায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পরিবর্তিত সময়ে আবহমান বাংলার অনেক ঐতিহ্য যখন হারিয়ে যেতে বসেছে তখন চ্যানেল আই তার নিজস্ব প্রাঙ্গণে বাঙালি জীবনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মেলার আয়োজন করে আসছে। বৈশাখী মেলা, রবীন্দ্র মেলা, নজরুল মেলা, পৌষ মেলা, বিজয় মেলা, বাংলা বর্ষবরণ এগুলোর অন্যতম। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চ্যানেল আই প্রকৃতি মেলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নিয়ে 'পার্বত্য লোকজ মেলা'। বর্ষা উৎসব, শরৎ উৎসব, শীত উৎসব, বসন্ত উৎসব-এর আয়োজন চ্যানেল আই-এর পর্দায় সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ার ফলে সারাবিশ্বের বাঙালি দর্শক বাংলার জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান। বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্রের উপস্থাপনা দেশ-বিদেশের নতুন প্রজন্মকে ঋতু সংবেদনশীল করে তোলে।

চ্যানেল আই ও সুরের ধারার যৌথ উদ্যোগে 'বাংলা নববর্ষ ১৪১৯' থেকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা হাজার কণ্ঠশিল্পীর গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন বর্ষ বরণ। বাংলা বর্ষের সূচনায় এ এক বিশাল আয়োজন, যা আমাদের সাংস্কৃতিক শক্তিকে তুলে ধরে, সংস্কৃতিকে গতিশীল করে ও বাঙালির ঐতিহ্যকে বিশ্বায়নের সুযোগ করে দেয় ।

চ্যানেল আই এছাড়াও অনেক দর্শকপ্রিয় অনুষ্ঠানের নিয়মিত আয়োজন করে আসছে, যা সমাজে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে অনুকূল ভূমিকা রাখছে। এভাবে একে একে ষোলোটি বছর অত্যন্ত সফলভাবেই পেরিয়ে এসেছে চ্যানেল আই। এই সফলতার পেছনে রয়েছে বহু মানুষের শ্রম, নিষ্ঠা, স্বপ্ন আর উদ্যোগ। সেই সঙ্গে ছয়টি মহাদেশের বাঙালি দর্শক শ্রোতারা তো আছেনই। যারা সবসময়ই শক্তি ও সাহস যুগিয়ে চলেছেন চ্যানেল আইকে, স্বাগত জানাচ্ছেন তার যুগোপযোগী প্রতিটি উদ্যোগকে। যে দায়বদ্ধতা নিয়ে শুরু হয়েছিল এর পথচলা, সেখান থেকে সরেনি চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষ এটাই আশার কথা। ভবিষ্যতেও দেশ ও সমাজের প্রতি তাদের এই দায়বদ্ধতা অব্যাহত থাকবে, তারুণ্যের শক্তিকে বিকশিত করবে ও তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ সঞ্চালনার মাধ্যমে দর্শকদের তথ্যায়িত রাখবে, সেটাই প্রত্যাশা। সতেরো বছরে পদার্পণের শুভলগ্নে দেশ-বিদেশের অগণিত দর্শকসহ চ্যানেল আই-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই। চ্যানেল আই-এর প্রাণ ফরিদুর রেজা সাগর ও শাইখ সিরাজকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের
শুভেচ্ছা

৫০ বছর আগে যখন বাংলা টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় তখন কারিগরি সুবিধার বাইরেও টেলিভিশনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উৎসাহ-মেধা বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল ভালো অনুষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে। ১৭ বছর আগে যখন বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রচার শুরু হয় সেই সময় কত অল্প কারিগরি সুবিধা নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, এখন তা কল্পনাও করা যায় না। ছোট্ট স্টুডিও। কয়েকটা মাইক্রোফোন। রেকর্ডিং টেপের স্বল্পতা। সেন্সর করিয়ে অনুষ্ঠান পাঠাতে হবে সিঙ্গাপুরে। কাস্টমসের জটিলতা। তারপরও ২৪ ঘন্টার বাংলা চ্যানেল-এক সেকেন্ডের জন্য প্রচার বন্ধ হয়নি। তার সবচেয়ে বড় কারণ স্যাটেলাইট চ্যানেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার উৎসাহ ও মেধার প্রয়োগ।

দিন এখন পাল্টে গেছে। বাংলাদেশের বাংলা চ্যানেলগুলো নানা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। সুপার এইচ-ডি চ্যানেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে তাদের। উৎসাহ আর মেধা দিয়ে ছবি ঝকঝকে করা যায় না। বিরাট স্টুডিওতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা যায় না। সেই প্রতিযোগিতার বাজারে দর্শকদের চোখের সামনে থাকতে হলে চাই সমান অধিকার। সমান সুবিধা।

বিশ্বব্যাপী টেলিভিশন চলছে দর্শকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থমূল্যে। তাই বিশ্বের অন্যান্য টেলিভিশনের সঙ্গে সমতা রেখে এখনই যদি আমাদের দেশের বাংলা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের নীতি-নির্ধারিত না হয় তাহলে শুধুমাত্র মেধা আর উৎসাহ দিয়ে আকাশ ছোঁয়া যাবে না। তবে চ্যানেল আই এর ১৭ বছরে পদার্পণে আমরা অবশ্যই আশাবাদী হবো। ভাববো আগামী দিনগুলো আরও উজ্জল হবে।

ফরিদুর রেজা সাগর

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের
শুভেচ্ছা

নিজেরাই নিজেদের দিকে তাকিয়ে অবাক হই। কত দ্রুত পেরিয়ে গেছে ষোলটি বছর। কত শত ঘটনার সাক্ষী হয়ে অগণিত মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতার ভেতর দিয়ে বাংলা গণমাধ্যমের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে উজ্জল করে এগিয়ে চলেছে সবার প্রিয় চ্যানেল আই। আমরা দিনের পর দিন সাহসী হয়েছি, ভালোবাসায় ধন্য হয়েছি। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের ছ'টি মহাদেশে বাঙালির প্রাণের সঙ্গে আমরা মিশে যেতে পেরেছি। আমরা বিশ্বাস করেছি বাঙালির চেতনা মানে 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' 'প্রবাসেও বাংলাদেশ'। বিগত ষোল বছরের পথ যে সবসময় মসৃণ ছিল তা বলা যাবে না। রাজনৈতিকসহ অনেক প্রতিকূলতায় উজান স্রোতে চলতে হয়েছে নানাসময়। পেরুতে হয়েছে চরাই উৎরাই। এখনও বিদেশি চ্যানেলের আগ্রাসন, বাণিজ্যিক অসম প্রতিযোগিতাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে সাংস্কৃতিক মূলধারায় অটল থেকেই। এভাবে টিকে থাকা কঠিন। তারপরও আজ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণমাধ্যমের যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটি এক বড় অর্জন।

সতের বছর মানুষের বয়স বিবেচনায় কৈশোর-তারুণ্যের এক সন্ধীক্ষণ। প্রতিষ্ঠান হলেও আমাদের কাছে বিবেচনা একই রকম। আমরা বিশ্বাস করি সময়ের অসীম অবদানে আমরা যতটা পূর্ণ হচ্ছি, ততটা শিখছি দায়বদ্ধ হতে, নিজেদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে চাইছি নিজেরাই, যেতে চাইছি গণ মানুষের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা পুরণের দিকে। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও মানবিকতা সবগুলো বিষয়কে সামনে রেখে একটি গ্রহণযোগ্য গণমাধ্যম গড়ে তোলার চেষ্টায় আমরা অবিচল থাকতে পারছি। আজ আকাশ জোড়া স্যাটেলাইট, পৃথিবীতে অগণিত টেলিভিশন। বাংলাদেশও এই দৌড়ে যথেষ্ট অগ্রসর। গণমাধ্যম আজ বহু মানুষের পেশাদারিত্ব ও শ্রমঘন এক ক্ষেত্র। যেখান থেকে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিতে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা রাখা সম্ভব। এই বিশ্বাসে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবেশ, নারী উন্নয়ন থেকে শুরু করে প্রতিটি খাতে আমরা অসংখ্য গুণী মানুষের সহযোগিতায় সূচিত করতে পেরেছি গণমাধ্যম তৎপরতা। আর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা থেকে শুরু করে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতার চর্চা তো আমাদের পথচলার ব্রত। যা দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষকে আরো বেশি যুক্ত করে আমাদের সঙ্গে।

পথচলার সতের বছরের সূচনায় সবাইকে উষ্ণ শুভেচ্ছা।

শাইখ সিরাজ

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

রিয়াজ আহমেদ খান

রবিউল ইসলাম

শাইখ সিরাজ